কেমন ব্যাগ ব্যবহার করবেন

মেয়েদের জন্য ব্যাগ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বয়স ভেদে ব্যাগ ব্যবহারের ধরনে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। সব বয়সের মেয়েদের জন্য যেমন সব ধরনের ব্যাগ প্রযোজ্য নয়, তেমনি পোশাক এবং স্থানের ওপরও নির্ভর করে কি আকারের বা কি রঙের ব্যাগ আপনি ব্যবহার করবেন। সব আকারের, রঙের ব্যাগ যে আপনার থাকতে হবে এমন নয়। তবে ব্যাগের আকৃতি যাই হোক খুব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যেন ব্যাগে রাখা যায় সে দিকটি মাথায় রেখে ব্যাগ নির্বাচন করা উচিত। ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গে কাজেও যেন ব্যাগটির পূর্ণ ব্যবহার হয় সেটি খেয়াল রাখবেন।

ব্যাগের আকৃতি অনুযায়ী এর ব্যবহারের ৮টি দিক তুলে ধরা হলো :

১. আপনার ব্যাগটির আকৃতি অনেক ছোট। যেটা সব জায়গায় ব্যবহারযোগ্য নয়।

আকৃতি অনুযায়ী কেবল খুব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ব্যাগে রাখুন। বাড়তি কিছু নয়।

২. দেহের আকৃতির সঙ্গে আপনার ব্যাগটি একেবারেই খাপছাড়া মনে হয়।

অন্যের চোখে পড়ার জন্য তো আপনি ব্যাগ ব্যবহার করছেন না, তাই না? শারীরিক কাঠামো ভালো হলে আপনি ছোট, বড় সব ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। তবে আপনার উচ্চতা যদি কম হয় সে ক্ষেত্রে একটু নকশাদার এবং আকৃতিতে ছোট ব্যাগ ব্যবহার করুন আর লম্বা হলে তো সবই প্রযোজ্য।

৩. আপনার কাঁধ ব্যাগটি অনেক ঝোলানো। কাঁধে নিলে অনেকটাই ঝুলে থাকে। যেটা আপনার নিজের কাছেই অস্বস্তিকর মনে হয়।

এখনকার ফ্যাশন তো এটাই। সবাই একটু বেশি ঝোলানো কাঁধব্যাগ ব্যবহার করে। আপনার শারীরিক গঠন যাই হোক আর ঝোলানো ব্যাগ সব ক্ষেত্রে মানানসই।

৪. আপনার ব্যাগটি নিজের কাছে খুব সাধারণ মনে হয়।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে না 'সিম্পলিসিটি ইজ দ্য বেস্ট'।

এটাই তো ভালো। হাজারো অসাধারণ ব্যাগের মাঝে দেখবেন আপনার সাধারণ ব্যাগটি সবার নজর কাড়বে।

৫. যদি আপনার শারীরিক গঠন কিছুটা ছেলেদের মতো, তাহলে এমন ছেলেসুলভ আচরণ আর সে রকম পোশাকেই বেশি মানাবে আপনাকে। কি ব্যাগ ব্যবহার করবেন?

খুব সহজ। ছেলে কিংবা মেয়ে যেকোনো ধরনের ব্যাগই আপনার জন্য চলে। ভালো লাগলে দু'চারটে ছেলেদের ব্যাগই কিনে নেন। দেখবেন ভালোই লাগছে ব্যবহার করতে।

৬. ব্যাগ দিয়ে নিজেকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে চান?

এটা ঠিক আপনার ব্যক্তিত্বের অনেকটাই নির্ভর করে আপনি কি বা কেমন ব্যাগ ব্যবহার করছেন তার ওপর। সুন্দর ব্যাগ মানেই যে ব্র্যান্ডেড হতে হবে তা তো নয়। কিছু কম দামে বা নামি-দামী ব্র্যান্ড ছাড়াও বাজারে আপনি এমন ব্যাগ পেতে পারেন যা আপনার ব্যক্তিত্বের সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। যদি নিজেকে বেশি আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে চান, পোশাক বুঝে একটু লম্বা কিংবা আকারে একটু বেশি বড় ব্যাগ ব্যবহার করুন।

৭. আপনার ব্যাগের আকৃতি এমন যে প্রয়োজনীয় জিনিস নিলে খুব ভারী হয়ে যায় আবার একপাশে ঝুলিয়েও নেয়া যায় না, হাতেও নেয়া যায় না।

সহজ সমাধান। আজকাল ছেলেমেয়ে সবাই আড়াআড়িভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে ব্যাগ নেয়। আপনিও ফলো করুন চলতি ফ্যাশনটা। দেখবেন ভারী ব্যাগ নিতেও সমস্যা হচ্ছে না আবার দেখতেও স্মার্ট লাগছে।

৮. আপনার মাত্র একটি ব্যাগ ব্যবহারের সামর্থ্য আছে। কেমন হবে সেটি?

এমন একটি ব্যাগ বেছে নিন যেটি আপনি কর্মস্থল কিংবা পার্টি সব জায়গাতেই সহজে ব্যবহার করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে একটু মাঝারি আকৃতির কালো কিংবা খয়েরি একটি ব্যাগ কিনে ফেলুন।

সব সময় এমন একটি ব্যাগ বেছে নিন, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

তনিমা আরেফীন

ফ্যাশন

বাংলার ঐতিহ্য বাংলার মেলা'য়

সম্পূর্ণ দেশীয় এবং ঐতিহ্যবাহী বুননে আধুনিক ডিজাইনের কাপড় তৈরি সম্ভব এমন ধারণা নিয়ে যাত্রা শুরু বাংলার মেলার।

বাংলার মেলার যাত্রা শুরু ২০০১ সালের মে মাসে। প্রথম শো-রুমটি প্রতিষ্ঠিত হয় বনানীতে। এর কিছুদিন পরই মিরপুরে আরেকটি শো-রুম খোলা হয়। বাংলার মেলার তৃতীয় শো-রুম নগরীর শুক্রাবাদে অবস্থিত এবং সর্বশেষ বসুন্ধরা সিটির লেভেল-২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরেকটি শো-রুম এর চারটি শো রুমসহ বাংলার মেলার কর্পোরেট হেড অফিস অবস্থিত বনানীতে।

বনানী শো-রুমের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে রটআয়রন আর দেশীয় তাঁত ফ্রেমের পাশাপাশি অবস্থান। লাল, কালো; ধূসর রঙের আবহ, সঙ্গে গুনগুন শব্দে বাজা বাংলা গান এমন পরিবেশ তৈরি করেছে যে দেখেই মনে হয় নাগরিক জীবনে চিরায়ত বাংলার ছাপ কথা হয় শো-রুম ম্যানেজার বাদল আহমেদের সঙ্গে। তিনি জানান, বাংলার মেলায় বিভিন্ন রকমের কাপড় পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্য রয়েছে ফতুয়া, শার্ট, পাঞ্জাবি, মহিলাদের জন্য তাদের কালেকশনে রয়েছে নজরকাড়া ডিজাইনের শাড়ি। এ ছাড়াও পাওয়া যায় সালোয়ার কামিজ, ফতুয়া টপস, মেয়েদের আঞ্জারি। তাদের প্রতিটি ডিজাইনে লক্ষ্য থাকে দেশীয় কৃষ্টি আর আধুনিকতার সম্মেলন ঘটানো। যে কারণে তরুণ-তরুণীদের কাছে বাংলার মেলার পণ্য বেশ জনপ্রিয়।

এসব কাপড়ের সবটাই নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি কি না জানতে চাইলে বাদল জানান, অধিকাংশ কাপড়ের ডিজাইন বাংলার মেলার নিজস্ব ডিজাইনার করেন। তবে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন এলাকা যেমন বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ জেলার বহু শিল্পী তাঁতীদের সঙ্গে বাংলার মেলায় কাজ করেন। বাংলার মেলা লিমিটেড দু-বছর আগে চালু করেছে 'বাংলার মেলা পুরস্কার'। গত বছর এ সম্মাননা প্রদানকরা হয় চাপাইনবাবগঞ্জের তাঁতী কুশনাথ দাসকে তার সিল্কের মানোন্নয়নের জন্য। এ বছর ও সম্মাননা পান অরুণ গুহ খাদি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে তার প্রচেষ্টার জন্য।

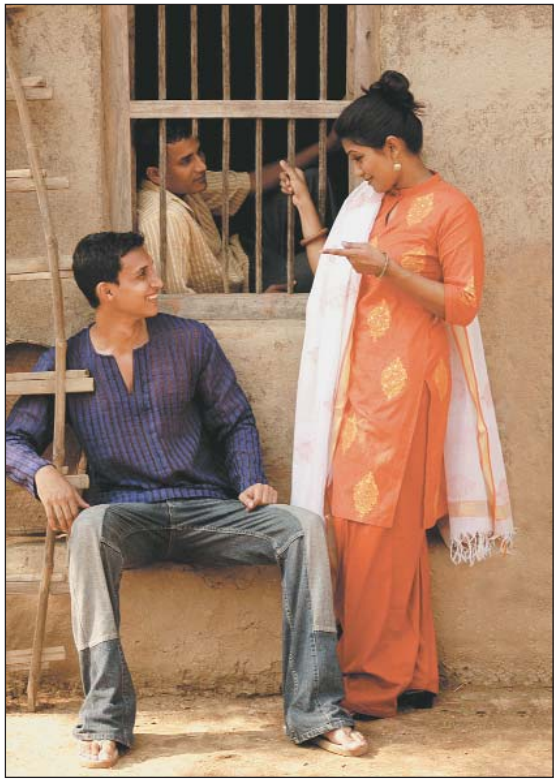

বাংলার মেলার ক্রেতা প্রধানত দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অনেকেরই আগ্রহ রয়েছে বাংলার মেলাকে ঘিরে। শুক্রাবাদ শাখায় কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টে তৃতীয় বর্ষে পড়া ইমনের সঙ্গে। ফতুয়া কিনতে আসা ইমন জানান, বাংলার মেলার কাপড়ের ডিজাইন তার কাছে ন্যাচারাল মনে হয়। দেশীয় খাদি কিংবা সিল্কের ওপর এসব ডিজাইন বেশ রুচিশীল। আর অন্যান্য বুটিক হাউসগুলোর তুলনায় বাংলার মেলায় কাপড়ের দাম কম। এখানে ফতুয়া পাওয়া যায় ৩৫০-৭৫০ টাকায়, শাড়ি ৫৫০ থেকে ১৬০০ টাকার মধ্যে। অন্যান্য জিনিসের দামও হাতের নাগালের মধ্যেই।

বাংলার মেলায় যে শুধু নিজেকে সাজাবার পোশাক পাবেন তা নয়। ঘর সাজানোর জন্য পাবেন বেড কভার, কুশন কভারের মতো পণ্য। খাদি, প্রিন্টের কাপড়ের থান, ব্লাউজ পিসও পাওয়া যায়। বাংলার মেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো টেরাকোটা। এছাড়াও বিভিন্ন হস্তশিল্প, বাহারি দেয়ালঘড়ি পাওয়া যাচ্ছে শো-রুমগুলোতে।

টিটো রহমান

'আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো গ্রামীণ শিল্পীদের সঙ্গে নিয়মিত বিনিময় করি'

এমদাদ হক
প্রধান ডিজাইনার, বাংলার মেলা

বাংলার মেলার প্রধান ডিজাইনার এমদাদ হক। তিনি জানান, বাংলার মেলা বিভিন্ন মৌসুমভিত্তিক কালেকশন বাজারে ছাড়ে। বৈশাখে, বর্ষায় কিংবা শীতের জন্য যেমন আলাদা ডিজাইনের কাপড় পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন উৎসব বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে জমকালো কালেকশন বের হয়। আবার ২১শে ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখে বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাপড় ডিজাইন করা হয়। তবে একই ডিজাইনে ৫০-৬০টির বেশি কাপড় তৈরি করা হয় না বলে নির্দিষ্ট সময় পর সেই ডিজাইনের কাপড় পাওয়া যায় না। তাই সব সময় নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করতে হয়।

এমদাদ হক জানান, এতে যে শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থাকে তা নয়। এই কারণে আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো গ্রামীণ শিল্পীদের সঙ্গে নিয়মিত বিনিময় করি। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো তাদের উৎপাদিত পোশাকের মানোন্নয়ন করে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেওয়া। আর গ্রাম বাংলার সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক ডিজাইনের ফিউশন একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যও তৈরি করে। এজন্য আমরা কোনো কালেকশন বাজারে ছাড়লে বেশ ভালো সাড়া পাই।